জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন

■ প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্যকেন্দ্র:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় ২০০৯ সাল হতে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে ৬৪টি জেলা সদরে ৬৭টি এবং ৩৬টি উপজেলায় ৩৬টিসহ মোট ১০৩টি প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে থেরাপিউটিক, কাউন্সেলিং, রেফারেল সেবা এবং সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল কেন্দ্রসমূহ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৩ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫০০ টি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ২০১৪ সাল হতে ৪৫টি মোবাইল থেরাপি ভ্যানের মাধ্যমে বিনামূল্যে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৯ হাজার ৯৫৪ জন সেবাগ্রহিতাকে থেরাপিউটিক সেবা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রতিটি কেন্দ্রে একটি করে অটিজম ও নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী (এনডিডি) কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে।

■ স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম:
অটিজম ও এনডিডি সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের অক্ষর জ্ঞান, সংখ্যা, কালার, ম্যাচিং, এডিএল, মিউজিক, খেলাধূলা, সাধারণ জ্ঞান, যোগাযোগ, সামাজিকতা, আচরণ পরিবর্তন এবং পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অক্টোবর, ২০১১ সালে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে একটি সম্পূর্ণ অবৈতনিক স্পেশাল স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম চালু করা হয়। পরবর্তীতে ঢাকা শহরে মিরপুর, লালবাগ, উত্তরা ও যাত্রাবাড়ী, ৬টি বিভাগীয় শহরে ৬টি, গাইবান্ধা জেলায় ১টি এবং বিশ্বনাথ উপজেলায় ১টিসহ মোট ১২টি স্কুল চালু করা হয়েছে।

■ অটিজম রিসোর্স সেন্টার:
অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিবর্গকে বিনামূল্যে নিয়মিত বিভিন্ন ধরণের থেরাপি সেবা, গ্রুপ থেরাপি, দৈনন্দিন কার্যবিধি প্রশিক্ষণসহ রেফারেল ও অটিজম সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের পিতা-মাতাদের কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০১০ সালে একটি অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

■ অনুদান ও ঋণ কার্যক্রম:
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে অনুদান/ঋণ নীতিমালা অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের কল্যাণ তহবিল থেকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত বেসরকারি সংস্থাকে ১৬ কোটি টাকা অনুদান ও ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। কোভিড-১৯ কালীন পরিস্থিতিতে জুলাই ২০২১ মাসে ২৬৯ টি বেসরকারি সংস্থার অনুকূলে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

■ কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল:
চাকুরী প্রত্যাশি ও কর্মক্ষম প্রতিবন্ধী মানুষের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে ২০ আসন বিশিষ্ট ১টি পুরুষ ও ২০ আসনবিশিষ্ট ১টি মহিলা হোস্টেল চালু করা হয়েছে। উপকারভোগীর সংখ্যা ৫০০ জন।

■ পিতৃ-মাতৃহীন প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস:
জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে সেরিব্রাল পালসি (সিপি) শিশুর লালন-পালন, শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য একটি প্রতিবন্ধী শিশু নিবাস চলমান আছে। বর্তমানে এ নিবাসে ৪১ জন সিপি শিশু রয়েছে।

■ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স:
প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন এবং ক্রীড়াক্ষেত্রে তাঁদের পারদর্শিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ক্রীড়াবিদদের জন্য ক্রীড়া কমপ্লেক্স স্থাপনের নিমিত্ত সাভার উপজেলাধীন বারইগ্রাম ও দক্ষিণ রামচন্দ্রপুর মৌজার ১২.০১ একর জমিতে ৪৪৭ কোটি ৫৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে । প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।প্রকল্প বাস্তবায়নের মেয়াদকাল এপ্রিল ২০২১ হতে ২০২৪ পর্যন্ত।

নিউরো- ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট

■ 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' প্রবর্তন:
০১ মার্চ ২০২২ তারিখে জাতীয় বীমা দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অটিজমসহ অন্যান্য এনডিডি ব্যক্তিদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' উদ্বোধন করা হয়। ০১ জুলাই ২০২২ তারিখ হতে এক বছর মেয়াদে ঢাকা ও সিলেট জেলায় পাইলটিং পর্যায়ে এনডিডি শিশু/ব্যক্তিদের 'বঙ্গবন্ধু সুরক্ষা বীমা' এর আওতায় আনার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এ বীমার আওতায় বাৎসরিক ৬০০ টাকা দিয়ে ১ লক্ষ টাকার চিকিৎসা বীমা কভারেজ পাওয়া যাবে। ইতোমধ্যে ৫২৩ জন এনডিডি ব্যক্তিকে বীমা কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

■ ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান:
দেশের সকল হাসপাতালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের পরিচালক/ তত্ত্বাবধায়ককে প্রধান করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি ওয়ানস্টপ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান কমিটি গঠন করা হয়েছে।

■ 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' অ্যাপ:
এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'স্মার্ট অটিজম বার্তা' নামক একটি মোবাইল অ্যাপ প্রণয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে যা একটি কমিউনিটিভিত্তিক ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিনিং টুল যার মাধ্যমে অটিজম স্ক্রিনিং ও পরবর্তী করনীয় বিষয়গুলো সহজে জানা যাবে। ২ এপ্রিল ২০২২ তারিখে বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবসের অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অ্যাপসটি উদ্বোধন করা হয়।

■ 'বলতে চাই' অ্যাপ:
এনডিডি সুরক্ষা ট্রাস্টের আওতায় 'বলতে চাই' নামক একটি অ্যাপ মোবাইল/ট্যাব এর মাধ্যমে ব্যবহার উপযোগী করে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অমৌখিক যোগাযোগ প্রযুক্তি (Non verbal communication technology) ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ

■ অনুদান প্রদান:
অনুদান বন্টন নীতিমালা ২০১১ এর আলোকে বৃহৎ পরিসর কার্যক্রমে জড়িত বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে বার্ষিক এককালীন অনুদান প্রদান করা হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জেলা পর্যায়ে ৮০টি শহর সমাজ উন্নয়ন প্রকল্প পরিষদ, রোগী কল্যাণ সমিতি, ৬৪টি অপরাধী সংশোধন ও পুনর্বাসন সমিতির অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া ৬৪টি জেলা সমাজকল্যাণ কমিটি, ৪৯২টি উপজেলা সমাজকল্যাণ কমিটির অনুকূলে অনুদান প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়নে প্রতিবছর ১০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়। প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা ও ভিক্ষাবৃত্তি নিরসন ও পুনর্বাসনের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে মোট ৫৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়।

■ আবাসন/ গৃহ নির্মাণ:
বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ হতে প্রতিবছর নদীভাঙ্গনে ভিটা-মাটিহীন/ক্ষতিগ্রস্ত ও বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনে গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়। চা-বাগান শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন ও টেকসই আবাসন নির্মাণের জন্য চা-বাগান অধ্যুষিত ৬টি জেলায় গৃহহীন পরিবারকে আবাসন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান প্রদান করা হয়।

■ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:
সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমে সম্পৃক্ত সংগঠনের ব্যবস্থাপনা এবং কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প

■ মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটার অটোমেশন প্লান্ট স্থাপন:
২০২০-২০২১ অর্থবছরে 'মুক্তা ড্রিংকিং ওয়াটারের বাজার সম্প্রসারণ, আধুনিকায়ন ও টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে সম্পূর্ণ অটোমেশন প্লান্ট ক্রয় ও প্রতিস্থাপন' শীর্ষক কর্মসূচিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ঘন্টায় ৬ হাজার বোতল (৫০০মিঃলিঃ) উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন এই অটোমেশন প্লান্ট স্থাপন কর্মসূচিটি মুক্তা পানির বাজার সম্প্রসারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিক কর্মসংস্থান ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জীবনমান উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক। মুজিববর্ষে যা ছিল মৈত্রী শিল্পের অন্যতম অর্জন।

■ মৈত্রী প্লাস্টিক সামগ্রী:
২০০৯ হতে ২০২৩ সময়ের মধ্যে মৈত্রী শিল্পে বিভিন্ন আধুনিক মোল্ড ও মেশিনারিজ সংযোজনের মাধ্যমে প্রতিবন্ধীদের দ্বারা দৈনন্দিন ব্যবহার্য ১১২ ধরনের প্লাস্টিক পণ্য তৈরি করা হচ্ছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপাদিত এ সকল প্লাস্টিক সামগ্রী মৈত্রী ব্রান্ড নামে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ করা হচ্ছে।

■ মৈত্রী শিল্পের শাখা কাম শো-রুম স্থাপন:
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকতর কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন ও মৈত্রী পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশের ০৮ বিভাগে মৈত্রী শিল্পের ০৮টি শাখা কাম সেলস সেন্টার গড়ে তোলার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

■ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ:
শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, মৈত্রী শিল্প কর্তৃক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে বৃত্তিমূলক/শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তর এবং প্রশিক্ষিত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মৈত্রী শিল্পসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০০ জন।

■ বঙ্গবন্ধু কর্ণার স্থাপন:
মুজিববর্ষে মৈত্রী শিল্পে একটি দৃষ্টিনন্দন আধুনিক স্থাপত্যের "বঙ্গবন্ধু কর্ণার" স্থাপন করা হয়েছে। যেখানে বঙ্গবন্ধুর কর্মময় জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাঙালির সংস্কৃতি সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও কর্ণারে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ছবি ও ঐতিহাসিক ভাষন, বঙ্গবন্ধুর উপর বিভিন্ন প্রকাশনা, স্বাধীনতার বিভিন্ন স্মারক সংরক্ষণ করা হচ্ছে। যাতে করে পরবর্তী প্রজন্ম যেন জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর কর্মময় জীবন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে।

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট

শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট (বাংলাদেশ)- এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আল নাহিয়ান শিশু পরিবার, মিরপুর ও আল নাহিয়ান শিশু পরিবার লালমনিরহাটে ২০০৯ সাল হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬০০ টাকা ৪৩১৮ জন নিবাসির মধ্যে ক্যাপিটেশন গ্রান্ট বাবদ অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

সংকলন ও প্রচারে
সমাজসেবা অধিদপ্তর
www.dss.gov.bd

বর্তমান সরকারের
সামাজিক নিরাপত্তাবলয় সম্বলিত

উন্নয়ন চিত্র

(২০০৯-২০২৩)

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.msw.gov.bd

সমাজসেবা অধিদপ্তর

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তর এর মাধ্যমে জীবনচক্রের ভিত্তিতে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবসম্পদ উন্নয়নসহ ৫৪টি কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর (২০০৯ থেকে ২০২৩) দেশের সর্বস্তরের গণমানুষের জন্য একটি নিশ্ছিদ্র সামাজিক নিরাপত্তাবলয় নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের সময়কালের সংক্ষিপ্ত সাফল্যচিত্র নিম্নরুপ:

বিধবা ও স্বামী নিগৃহিতা ভাতা:

১৯৯৮ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চালুকৃত এ কর্মসূচিতে উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ সালে ৯.২০ লক্ষ জন থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ সালে ২৫.৭৫ লক্ষ জন এবং বাজেট ৩৩১.২০ কোটি থেকে ১৭১১.৪০ কোটি টাকায় এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৩০০ টাকা থেকে ৫৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বয়স্ক ভাতা:

১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রবর্তিত এ কর্মসূচির উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ২২.৫০ লক্ষ জন থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫৮.০১ লক্ষ জন, বাজেট বরাদ্দ ৮১০ কোটি থেকে ৪২০৫.৯৬ কোটি টাকায় এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৩০০ টাকা থেকে ৬০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে প্রবর্তিত এ কর্মসূচির বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৬৬ লক্ষ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ২ হাজার ৯৭৫ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ৯ কোটি ২৮ লক্ষ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৯ হাজার ৪৬৪ জন।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

২০১২-২০১৩ অর্থবছর থেকে অনগ্রসর স্কুলগামী শিক্ষার্থীদের ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান, ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অক্ষম ও অসচ্ছল অনগ্রসর ব্যক্তিদের মাসিক ৫০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৬৮ কোটি ৮৯ লক্ষ এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৮২,৫০৩ জন।

চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

২০১৩-১৪ অর্থবছরে প্রবর্তিত এ কর্মসূচির আওতায় একজন চা শ্রমিককে বছরে একবার এককালীন ৫ হাজার টাকা হিসেবে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৩০.২১ কোটি এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৬০ হাজার জন।

ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ ও থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি:

আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য জনপ্রতি এককালীন ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়। শুরুতে ২০১৩-১৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বরাদ্দ ২০০ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৪০ হাজার জন।

সরকারি শিশু পরিবার ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান:

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারসহ ২১৩টি সরকারি প্রতিষ্ঠানে লালিত পালিত এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নতিকল্পে বর্তমান সরকার ২০২২-২৩ অর্থবছরে মাথাপিছু বরাদ্দের পরিমাণ ৪০০০ টাকায় উন্নীত করেছে। সরকারি শিশু পরিবার, ছোটমনি নিবাস, সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র, সেফ হোমসহ সকল প্রতিষ্ঠানে অবস্থানরত প্রায় ১৭ হাজার নিবাসীকে ভরনপোষণ, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসনে বর্তমান সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিশ্চিত করছে।

বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত এতিমখানা:

বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্রান্টপ্রাপ্ত ৪১৪৩টি এতিমখানায় প্রতিপালিত এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের লালনপালনের জন্য বর্তমান সরকার ২০০৯-১০ অর্থবছরের তুলনায় ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ক্যাপিটেশন গ্রান্টের পরিমাণ জনপ্রতি মাসিক ৭০০ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০০০ টাকায় এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৮ হাজার জন হতে বৃদ্ধি করে ১.১৭ লক্ষে উন্নীত করেছে।

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে'র মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত বিপন্ন মোট ১৫ হাজার ৬৭০ জন (বালক ৮,১৮৫ ও বালিকা ৭,৪৮৫) শিশুকে (জুন ২০২৩ পর্যন্ত) আবাসন সুবিধাসহ খাদ্য, পোশাক, প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, মনো-সামাজিক সহায়তা, শরীর চর্চা এবং জীবন দক্ষতা উন্নয়নমূলক শিক্ষা প্রদান করা হয়।

চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প ফেইজ-২:

প্রকল্পের আওতায় পিতৃ-মাতৃহীন ও সুবিধাবঞ্চিত মোট ৩১৯৩ জন শিশুকে শর্তযুক্ত অর্থ সহায়তা এবং কোভিডকালীন পথ শিশুদের সুরক্ষায় স্থাপিত ৩টি তাবুভিত্তিক সার্ভিস হাব (তাবু) এর মাধ্যমে মোট ১,১০৯ জন পথ শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।

চাইল্ড হেল্পলাইন "১০৯৮":

শিশু অধিকার সুরক্ষায় '১০৯৮' টোল ফ্রি-নম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন যা শিশু অধিকার সুরক্ষায় দেশব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই কল সেন্টারের মাধ্যমে ২০১৬ থেকে জুন ২০২৩ সর্বমোট ১৮ লক্ষ ৪০ হাজার জনকে শিশু সুরক্ষা সেবা প্রদান করা হয়েছে।

প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস:

৬৪টি জেলা এবং মূখ্য মহানগর হাকিম আদালত ৬টি সহ (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল) সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় শুরু হতে এ পর্যন্ত প্রবেশনে মুক্তি/জামিনের সংখ্যা ১৭ হাজার ৮৮৯ জন এবং আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগীর সংখ্যা ৯৯ হাজার ৫৪০ জন।

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম:

বর্তমানে ২০২২-২৩ অর্থবছরে সারাদেশে জেলা পর্যায়ে মোট ১১৩টি ও উপজেলা পর্যায়ে মোট ৪২০টি সর্বমোট ৫৩৩টি ইউনিটের মাধ্যমে হাসপাতালে আগত গরীব, অসহায় ও দু:স্থ রোগীদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৪ কোটি ৩২ লক্ষ ৫৬ হাজার ৭৯৭ জন রোগীকে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ:

৮০টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর স্বীকৃতি নিয়ে বর্তমানে ২৩ টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত ১৩টি সেশনে ট্রেডভিত্তিক প্রায় ৩ লক্ষ ৬ হাজার ৯৮৮ জন বেকার তরুণ-তরুণী Basic Trade এ ৩৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে উদ্যোক্তা হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম:

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনের কৌশল হিসেবে 'পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম' ও ১৯৭৫ সালে 'পল্লী মাতৃকেন্দ্র (আরএমসি) কার্যক্রম' চালু করেন। এছাড়াও শহর এলাকায় 'শহর সমাজসেবা কার্যক্রম' এবং 'দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমসহ মোট ৪টি সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত এ ৪টি খাতে সর্বমোট ৬৬৭.৩৫ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকার এ সকল ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে জনপ্রতি ঋণ সীমা ৩০,০০০ থেকে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধিসহ সার্ভিস চার্জের হার ১০% থেকে ৫% এ হ্রাস করেছে।

প্রতিবন্ধী ভাতা:

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে গৃহীত অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি চালু করে। প্রতিবন্ধী উপকারভোগীর সংখ্যা ২০০৯-১০ সালে ২.৬০ লক্ষ জন থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ সালে ২৯.০০ লক্ষ জন, বাজেট ৯৩.৬০ কোটি থেকে ২৯৭৮.৭১ কোটি টাকায় এবং জনপ্রতি মাসিক ভাতার হার ৩০০ টাকা থেকে ৮৫০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি:

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় উৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচি প্রবর্তন করে। উপবৃত্তিপ্রাপ্ত প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২০০৯-১০ অর্থবছরে ১৭.১৫ হাজার থেকে পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১.০০ লক্ষ জন এবং বাজেট ৮.০০ কোটি থেকে ১১২.৭৪ কোটিতে উন্নীত করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এ কর্মসূচি প্রবর্তিত হয়। স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের ৪ স্তরে উপবৃত্তি প্রদান, ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের দুস্থ ও অসচ্ছল হিজড়া ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বয়স্ক ভাতা প্রদান, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম করে তাদের সমাজের মূল স্রোতধারায় আনয়ন করা হচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭২ লক্ষ ১৭ হাজার এবং মোট উপকারভোগীর সংখ্যা ৪৮৫ জন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট বরাদ্দের পরিমাণ ৬ কোটি ৩২ লক্ষ এবং উপকারভোগীদের সংখ্যা ৬ হাজার ৮৮০ জন।

প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচি:

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর সঠিক পরিসংখ্যান নির্ণয়ের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ কর্মসূচি পরিচালনা করে। এ কর্মসূচির আওতায় আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত ৩১ লক্ষ ৩০ হাজার জন নিবন্ধিত প্রতিবন্ধীদের তথ্য-উপাত্ত ডাটাবেইজ আকারে Disability Information System (DIS) সফটওয়্যারে সন্নিবেশিত রয়েছে।

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান:

ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত করা ও ভিক্ষুকদের পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্তে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের ৬৪টি জেলায় সম্ভাব্য ৩০০০ জন উপকারভোগীর জন্য মোট ১২ কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

জিটুপি কার্যক্রম:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনায় বর্তমানে জিটুপি পদ্ধতিতে প্রায় ১ কোটি ১৬ লক্ষ উপকারভোগীদের মাঝে মোবাইল ফাইনেন্সিং সার্ভিস ও এজেন্ট ব্যাংকের মাধ্যমে শতভাগ ভাতার অর্থ পরিশোধ করা হচ্ছে।

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রম :

স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) বিধি, ১৯৬২ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক দেশব্যাপী এ পর্যন্ত ৭০,০৪৯ টি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।

মানব সম্পদ উন্নয়ন:

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ও আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

২০০৯-১০ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরে কর্মরত সকল গ্রেডের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মাধ্যমে বুনিয়াদিসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৯ হাজার ৭৭৮ জন কর্মকর্তাকে এবং ৬ বিভাগে ৬টি (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট) আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪ হাজার ২৩৫ জন কর্মচারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মসূচি ও প্রকল্পের মাধ্যমে উন্নয়ন:

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে সরাসরি ১.৫০ কোটির অধিক উপকারভোগীকে সরকারি সেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পযন্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত মোট ৮৬ টি প্রকল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ১৩ টি, সরকারী ও বেসরকারী যৌথ উদ্যোগে ৬৫টি এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ৮ টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২৩৪৪ কোটি ০৩ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং মোট ব্যয় ২১২৩ কোটি ৮০ লক্ষ ৭৮ হাজার টাকা।